প্রথম আলো

01 SEP 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকের অর্ধেক পদই শূন্য

একি অবস্থা ভোলা সরকারি কলেজের!

শিক্ষকের পদ রয়েছে ৯৫, কিন্তু ৪৫টি পদই শূন্য। মানে প্রায় অর্ধেক পদেই শিক্ষক নেই। এ অবস্থা বিরাজ করছে ভোলা সরকারি কলেজে। কলেজটিতে বর্তমানে আট হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। মাত্র ৫০ জন শিক্ষক দিয়ে সেখানে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা যে কীভাবে চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। একটি সরকারি কলেজের এই চিত্র আমাদের শিক্ষার দশাকে তুলে ধরছে।

রোববারের *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৬ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), ১৩ বিষয়ে স্নাতকোত্তর, স্নাতক (পাস) ও এইচএসসি মিলিয়ে ৯৫ জন শিক্ষকের পদের মধ্যে মাত্র ৫০ জন আছেন। শিক্ষক না থাকায় কলেজটিতে প্রতিদিনের পরিবর্তে সপ্তাহে মাত্র দু-এক দিন ক্লাস হচ্ছে। অনেক সময় সপ্তাহে, দুই সপ্তাহেও ক্লাস হয় না। ক্লাসে সব বিষয় পড়ানো হয় না। সিলেবাস শেষ করার আগেই পরীক্ষা শুরু হয়। প্রস্তুতি ছাড়াই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয়, তাই ফলও খারাপ হয়। এখানে শিক্ষকদের থাকার আবাসিক ব্যবস্থা নেই। অন্য জেলার সঙ্গে যাতায়াতব্যবস্থাও ভালো নয়। ফলে এখানে কেউ থাকতে চান না, অনেকে তদবির করে বদলি হয়ে চলে যান।

দেশের আরও অনেক কলেজে এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় তিন হাজার পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারে যতসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার, বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সংখ্যক নিয়োগ হচ্ছে না।

দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-সংকট কাটিয়ে ওঠা জরুরি। প্রতিবছর বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদসংখ্যা বাড়ালে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। তা ছাড়া বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দিয়েও শিক্ষক-সংকট কাটানো যেতে পারে। ভোলা সরকারি কলেজসহ রাজধানীর বাইরের কলেজগুলোতে শিক্ষকদের জন্য আবাসনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যও সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।